।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ।।

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে গীতার সকল প্রমুখ প্রশ্নের প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম এবং যজ্ঞের স্বরূপ এবং তার বিধি, যোগের বাস্তবিক স্বরূপ এবং তার পরিণাম এবং অবতার, বর্ণসঙ্কর, সনাতন, আত্মস্থিত মহাপুরুষেরও লোকহিতার্থে কর্ম করবার উপর জোর, যুদ্ধ ইত্যাদির উপর বিশদ চর্চা করা হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নগুলিরই সঙ্গে সম্বন্ধিত বহু পূরক প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, যেগুলির সমাধান এবং অনুষ্ঠান আরাধনাতে সহায়ক সিদ্ধ হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে যোগেশ্বর এই বলে প্রশ্নের স্বয়ং বীজারোপণ করেছেন যে, '**মদ্গতেনান্তরাত্মনা**'– আমাতে উত্তমরূপে স্থিত অন্তঃকরণযুক্ত যোগী অতিশয় শ্রেষ্ঠ, এটা আমার অভিমত। পরমাত্মায় উত্তমরূপে স্থিতি অবস্থা কি? অনেক যোগী পরমাত্মাকে লাভ করেন ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও কোন অপূর্ণতা তাঁরা অনুভব করেন। এরূপ অবস্থা লাভ কখন হয়, যখন লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না? সম্পূর্ণভাবে কখন পরমাত্মাকে জানা যায়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।। ১।।

পার্থ! তুমি আমাতে আসক্ত মনযুক্ত, বাহ্য নয় বরং '**মদাশ্রয়ঃ**'- অর্থাৎ মৎপরায়ণ হয়ে, যোগে সংযুক্ত (ত্যাগ করে নয়) আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর। যা জানবার পর লেশমাত্রও সংশয় থাকবে না। বিভূতিসকলকে সমগ্রভাবে জানবার উপর পুনরায় জোর দিলেন–

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।। ২।।

আমি তোমাকে এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলব। যজ্ঞ সমাপনের পর যজ্ঞ থেকে যে অমৃততত্ত্বের সৃষ্টি হয়, সেই অমৃততত্ত্বের প্রাপ্তির সঙ্গে প্রাপ্ত অনুভবকে জ্ঞান বলে। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে জানাই জ্ঞান। মহাপুরুষ একসঙ্গে সর্বত্র কার্য করবার যে ক্ষমতা লাভ করেন, তা' বিজ্ঞান। তাহলে সেই প্রভু একসঙ্গে সকলের হৃদয়ে কিভাবে কার্য করেন? কিভাবে নিয়ন্ত্রণ, করে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে স্বরূপে পৌঁছিয়ে দেন? তাঁর এই কার্যপ্রণালীর নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলব, যা জানবার পর (শুনে নয়) সংসারে আর কিছু জানা বাকী থাকবে না। তাঁকে জানে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম–

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। ৩।।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আমার প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল হন এবং ঐ প্রযত্নশীল যোগীগণের মধ্যেও কোন বিরল পুরুষই আমাকে তত্ত্বের (সাক্ষাৎকারের) মাধ্যমে জেনে থাকেন। এই সমগ্র তত্ত্বকে জানা যাবে কিরূপে? একস্থানে পিণ্ডরূপে বিদ্যমান অথবা সর্বত্রব্যাপ্ত? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। ৪।।

অর্জুন! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার-এই আটভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এটাই অষ্টধা মূল প্রকৃতি।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। ৫।।

'ইয়ম্' অর্থাৎ এই আট প্রকারের আমার অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। মহাবাহু অর্জুন! যেটা এর থেকে ভিন্ন সেটা আমার জীবরূপ 'পরা' অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতি জানবে, যে শক্তি সারা জগৎ ধারণ করে আছে, সে হল জীবাত্মা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় এও প্রকৃতি।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। ৬।।

অর্জুন! এমন জান যে সমস্ত ভূত '**এতদ্যোনীনি**'- এই মহাপ্রকৃতি, এই দুই প্রকৃতি পরা ও অপরা থেকেই উৎপন্ন হয়। এই দুটিই হল একমাত্র যোনি। আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়রূপ অর্থাৎ মূলকারণ। জগতের উৎপত্তি আমার থেকে হয় এবং (প্রলয) বিলযও আমাতেই হয়। প্রকৃতি যতক্ষণ বিদ্যমান ততক্ষণ আমিই তার উৎপত্তি এবং যখন কোন মহাপুরুষ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চলে যান, তখন মহাপ্রলয়ও আমি, যা' অনুভবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয়ের প্রশ্নকে মানব সমাজ কৌতুহলের সঙ্গে দেখেছে। বিশ্বের বহুশাস্ত্রে একে কোন না কোন ভাবে বুঝবার প্রয়াস চলে আসছে। কেউ বলে—প্রলয়ে সংসার মজ্জমান হয়, তো কারও মত অনুসারে সূর্য পৃথিবীর এত কাছে চলে আসে যে পৃথিবী জ্বলে শেষ হয়ে যায়। কেউ একেই প্রলয় (কয়ামত) বলে, যে এই দিন সকলের নির্ণয সুনান হয়, তো কেউ নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়ের গণনাতে ব্যস্ত আছে; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে প্রকৃতি অনাদি, পরিবর্তন হয়েই চলেছে; কিন্তু কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অনুসারে মনু প্রলয় দেখেছিলেন। তার সঙ্গে এগারোজন ঋষি মৎস্য শৃঙ্গে নৌকা বেঁধে হিমালয়ের এক উত্তুঙ্গ শিখরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। লীলাকার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত তাঁর সমকালীন শাস্ত্র ভাগবতে মৃকণ্ডু মুনির পুত্র মার্কণ্ডেয়জী প্রলয়ের যে দৃশ্য সচক্ষে দেখেছিলেন তার বর্ণনা নিম্নে প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি হিমালয়ের উত্তরে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বাস করতেন।

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের অনুসারে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি মহাপ্রলয়ের সময় বটপাতার

উপরে ভগবান্ বালমুকুন্দের দর্শন করেছিলেন; কিন্তু তিনি আমাদেরই বংশের ছিলেন, আমাদের থেকে কিছুসময় পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মের পর কোন প্রলয় ঘটেনি এবং সৃষ্টিও লোপ পায়নি। সবকিছু আগেকার মতই আছে, তাহলে তিনি কিরূপ প্রলয় দেখেছিলেন?

সূতজী বলছেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে নরনারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেছিলেন যে, আমি আপনার মায়া কি তা দেখতে চাই, যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই আত্মা অনন্ত যোনিতে ভ্রমণ করে। ভগবান্ স্বীকার করেছিলেন তাঁর প্রার্থনা। একদিন যখন মুনি নিজের আশ্রমে ভগবানের চিন্তনে তন্ময় ছিলেন তখন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, চারদিক্ থেকে সমুদ্র স্ফীত হয়ে উত্তালরূপে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। তাতে কুমীর লাফাচ্ছে। তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঋষি মার্কণ্ডেয় বাঁচবার জন্য দিক্ভ্রান্ত হয়ে ছুটছেন। আকাশ, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্রমা, স্বর্গ, জ্যোতির্মণ্ডল সবকিছু সেই সমুদ্রে প্লাবিত হচ্ছে। এমন সময় মার্কণ্ডেয় ঋষি এক বটবৃক্ষ এবং তার পাতায় এক শিশুকে দেখতে পেয়েছিলেন, শ্বাসের সঙ্গে তিনি শিশুর উদরে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের আশ্রম, সূর্যমণ্ডল এবং সৃষ্টি জীবন্ত দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় শিশুর উদর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ খোলার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজেকে সেই আশ্রমের মধ্যেই নিজের আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।

স্পষ্ট হ'ল যে কোটি বছর ভজনের পর মুনি ঈশ্বরীয় দৃশ্য নিজের হৃদয়ে, অনুভবে দেখেছিলেন। বাইরে যেমনটি ছিল তেমনিই রইল। অতএব যোগীর হৃদয়েই প্রলয়, ঈশ্বর লাভ করবার উপায়। ভজন শেষ হয়ে গেলে যোগীর হৃদয়ে সংসারের প্রবাহ বিনষ্ট হয়ে কেবলমাত্র পরমাত্মার চিন্তাটুকু থেকে যায়। এই হল প্রলয়। বাইরে প্রলয় হয় না। শরীর থাকাকালীনই অদ্বৈত অবস্থার অনির্বচনীয় স্থিতিকে মহাপ্রলয় বলে। এটা ক্রিয়াত্মক। কেবল বুদ্ধিদ্বারা যারা নির্ণয় করে, তারা কেবল ভ্রম সৃষ্টি করে। তাতে আমি হই অথবা আপনি। এই প্রসঙ্গে আরও দেখুন–

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। ৭।।

ধনঞ্জয়! আমা-ছাড়া কিঞ্চিন্মাত্র অন্য বস্তু নেই। যেমন সুতোয় মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনি সমগ্র জগৎ আমাতে অনুস্যূত। তা' অবিচ্ছিন্ন কখন জানা যায়? যখন (বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক অনুসারে) অনন্য আসক্তি (ভক্তি) দ্বারা আমার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হয়ে যোগে সেইরূপ প্রবৃত্ত হবেন। এছাড়া সম্ভব নয়। যোগে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষুঃ।। ৮।।

কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্রে ও সূর্যে প্রকাশ, চারি বেদে ওঁকার। (ও + অহং + কার) স্বয়ং আকার। আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে পুরুষত্ব রূপে বিরাজ করি। এবং আমি–

পুণ্যে গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।। ৯।।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ এবং অগ্নিতে দীপ্তি। সর্বভূতে জীবন ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্রিরূপে বিরাজ করি।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।। ১০।।

পার্থ! তুমি আমাকে সকলভূতের সনাতন কারণ অর্থাৎ বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ স্বরূপ। এই ক্রমে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ।। ১১।।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! বলবানগণের কামনা ও আসক্তিশূণ্য বল আমি। সংসারে সকলেই শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ ডন-বৈঠক লাগায়, কেউ পরমাণু একত্র করে; কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কাম ও রাগের ঊর্ধ্বে যে বল,

সেই বল আমি। তাই বাস্তবিক বল। সর্বভূতে ধর্মের অনুকূল কামনা আমি। পরব্রহ্ম পরমাত্মাই একমাত্র ধর্ম, যিনি সকলকে ধারণ করে স্থিত। শাশ্বত আত্মাই ধর্ম, তার অবিরোধী কামনা আমি। পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন ! আমাকে লাভ করবার ইচ্ছা কর। সমস্ত কামনাগুলি বর্জিত; কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তির কামনা আবশ্যক, অন্যথা আপনি সাধন কর্মে প্রবৃত্ত হবেন না। এরূপ কামনাও আমারই কৃপা।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২।।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ থেকে উৎপন্ন আরও যে সমস্ত ভাব আছে, তা তুমি আমা থেকেই উৎপন্ন জানবে। পরন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে আমি এবং তারা আমাতে নেই। কারণ আমি তাদের প্রতি অনুরক্ত নই এবং তারাও আমাতে স্থিত নয়; কারণ আমার কর্মে স্পৃহা নেই। আমি নির্লিপ্ত, এই ভাবগুলি থেকে আমার কিছুই লাভ করার নেই, সেইজন্য আমাতে প্রবেশ করতে পারে না। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও–

যেরূপ আত্মার উপস্থিতিতেই দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব হয়, আত্মার অন্ন অথবা জলে কোন প্রয়োজন নেই, সেইরূপ প্রকৃতি পরমাত্মার উপস্থিতিতেই নিজের কাজ করতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা প্রকৃতির গুণ এবং কার্য থেকে নির্লিপ্ত থাকে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩।।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক- এই ত্রিগুণের কার্যরূপ ভাবের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ মোহমুগ্ধ হয়ে আছে। এই কারণে লোকে ত্রিগুণাতীত, অবিনাশীরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না। আমি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ যতক্ষণ এই ত্রিগুণের যৎসামান্য আবরণও বিদ্যমান, ততক্ষণ কেউ আত্মাকে জানতে পারে না। তার পথ চলা বাকী, এখনও সে পথিক। এবং–

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪।।

এই তিনগুণের সঙ্গে সংযুক্ত আমার অদ্ভুত মায়া দুস্তর; কিন্তু যে পুরুষ নিরন্তর আমারই ভজনা করেন, তারা এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। এটা দৈবী মায়া, পরন্তু ধূপ-ধূনা দিয়ে এর পূজা আরম্ভ করে দেবেন না যেন। উত্তীর্ণ হতে হবে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫।।

যিনি নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি জানেন। তবুও লোকে ভজনা করে না। মায়াদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, যারা আসুর স্বভাব আশ্রয় করেছে, মনুষ্যগণের মধ্যে নিকৃষ্ট, কাম-ক্রোধাদি দুষ্কর্মকারী যারা, ঐ মূঢ়ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করে না। তাহলে কে ভজনা করে?–

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ১৬।।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! '**সুকৃতিনঃ**'- উত্তম অর্থাৎ নিয়ত কর্মের (যার পরিণাম স্বরূপ শ্রেয়লাভ হয়, সেই কর্মের) যিনি আচরণ করেন, '**অর্থার্থী**' অর্থাৎ সকাম, '**আর্তঃ**' অর্থাৎ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক, '**জিজ্ঞাসুঃ**' অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে জানতে ইচ্ছুক এবং '**জ্ঞানী**' অর্থাৎ যিনি প্রবেশের স্থিতিযুক্ত- এই চারপ্রকার ভক্তগণ আমার ভজনা করেন।

যার দ্বারা আমাদের দেহ অথবা অন্য যাবতীয় সম্বন্ধের পূরণ হয় তা হল 'অর্থ'। সেইজন্য অর্থ, কামনা সবকিছু আগে ভগবানের দ্বারা পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমিই পূরণ করি; কিন্তু এটুকুই বাস্তবিক অর্থ নয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি, একেই অর্থ বলে।

সাংসারিক অর্থের পূর্তি করতে করতে ভগবান বাস্তবিক অর্থ আত্মিক সম্পত্তির দিকে এগিয়ে দেন; কারণ তিনি জানেন যে, এইটুকুতেই আমার ভক্ত সুখী হবে না। সেইজন্য তিনি আত্মিক সম্পত্তিও তাকে প্রদান করতে থাকেন। '**লোক লাহু পরলোক নিবাহু**'- অর্থাৎ এই লোকে লাভ এবং পরলোকে নির্বাহ, এই দু-ই ভগবানের বস্তু। নিজের ভক্তকে তিনি রিক্ত রাখেন না।

'আর্তঃ'- যে দুঃখী, **'জিজ্ঞাসুঃ'**- সমগ্ররূপে জানবার ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসু আমার ভজনা করেন। সাধনার পরিপক্ক অবস্থাতে দিগ্‌দর্শনের (প্রত্যক্ষ দর্শন) অবস্থাযুক্ত জ্ঞানীও আমার ভজনা করেন। এরূপ চার স্তরের ভক্ত আমার ভজনা করেন, যাদের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞানীও ভক্তই। এদের মধ্যেও–

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।। ১৭।।

অর্জুন! এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যেও নিত্য আমাতে একীভাবে স্থিত, অনন্য ভক্তিযুক্ত জ্ঞানী বিশিষ্ট; কারণ সাক্ষাৎকার করে যিনি আমাকে জানেন এইরূপ জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং ঐ জ্ঞানীও আমার অতিপ্রিয়। ঐ জ্ঞানী মৎস্বরূপ–

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।। ১৮।।

যদ্যপি এই চার প্রকারের ভক্তই উদার (কি উদারতা করলেন? আপনি ভক্তি করলে ভগবানের কি কিছু লাভ হয়? ভগবানের কি কিছুর অভাব আছে, যা' আপনি পূর্ণ করে দিয়েছেন? না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই উদার, যিনি নিজের আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যান না, যিনি তাকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এইরূপে এঁরা সকলেই উদার।) পরন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ, এরূপ আমার অভিমত; কারণ সেই স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী ভক্ত সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই স্থিত। অর্থাৎ তিনি আমিই, তিনি আমাতেই স্থিত। আমাতে এবং তাঁতে কোন ভেদ নেই। এই প্রসঙ্গে পুনরায় জোর দিলেন–

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।। ১৯।।

অভ্যাস করতে করতে বহু জন্মের পর শেষ জন্মে, প্রাপ্তির জন্মে সাক্ষাৎকার করে 'সমুদায় জীবজগৎ বাসুদেব'- এইরূপ জেনে জ্ঞানী আমার ভজনা করেন। এইরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ। তিনি কোন বাসুদেবের প্রতিমা স্থাপন করেন না বরং অন্তরে যে পরমঈশ্বর অধিষ্ঠিত তা অনুভব করেন। ঐ জ্ঞানী মহাপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ

তত্ত্বদর্শীও বলেছেন। এই মহাপুরুষদ্বারা সমাজের কল্যাণ সংভব। এইরূপ প্রত্যক্ষ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অতি দুর্লভ।

যখন শ্রেয় এবং প্রেয় (মুক্তি এবং ভোগ) ভগবানের কাছ থেকেই লাভ হয়, তখন সকলেরই একমাত্র ভগবানের ভজনা করা উচিত। তবুও লোকে তাঁর ভজন করে না। কেন? শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীতে–

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।

"সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মা অথবা পরমাত্মাই সবকিছু"- এইরূপ লোকে জানতে পারে না, কারণ ভোগের কামনাদ্বারা তাদের বিবেক অভিভূত হয়েছে, সেইজন্য তারা স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের অর্জিত সংস্কারের স্বভাবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে 'আমি পরমাত্মা' থেকে ভিন্ন অন্য দেবতাগনের এবং তাঁদের জন্য প্রচলিত নিয়মের আশ্রয নেয়। এখানে 'অন্য দেবতা'র প্রসঙ্গ প্রথমবার এসেছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।। ২১।।

যে যে সকামীভক্ত যে যে দেবতার স্বরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করতে ইচ্ছুক, আমি তাদের শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতার প্রতি স্থির করি। আমি স্থির করি, কারণ যদি দেবতার অস্তিত্ব থাকত, তাহলে সেই দেবতাই শ্রদ্ধা স্থির করতেন।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।। ২২।।

সেই পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেব-বিগ্রহের পূজাতে তৎপর হন এবং সেই দেবতার মাধ্যমে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্য লাভ করেন। ভোগ প্রদান করেন কে? আমি প্রদান করি। তাঁর শ্রদ্ধার পরিণাম হ'ল ভোগ, তা কোন দেবতার কৃপা নয়। কিন্তু তিনি ফললাভ তো করেন, তাহলে ক্ষতি কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩।।

পরন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল অস্থায়ী। আজ ফল আছে, তা উপভোগ করবার পর শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্য নাশবান্। দেবোপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেবতাও নাশবান্। দেবতা থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ জগৎ পরিবর্তনশীল এবং মরণধর্মা। আমার ভক্ত আমাকেই লাভ করেন, যা অব্যক্ত 'নৈষ্ঠিকীম্ পরমশান্তি' লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণের অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উন্নতি কর। যেমন যেমন দৈবী সম্পদ্ উন্নত হবে, তেমন তেমন তোমাদেরও উন্নতি হবে। ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে পরমশ্রেয় লাভ কর। এখানে দেবতা সেই দৈবী সম্পদের সমূহ, যাদের মাধ্যমে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব অর্জন করা হয়। মোক্ষের জন্য দৈবী সম্পদের প্রয়োজন হয়, যার ছাব্বিশটি লক্ষণের নিরুপণ গীতার ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

'দেবতা' হৃদয়ের অন্তরালে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব অর্জন করতে সাহায্য করে যে সদ্‌গুণসমূহ, তাদের নাম। এটা অন্তরের বস্তু; কিন্তু কালান্তরে লোকেরা অন্তরের বস্তুকে বাইরে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। মূর্তি গড়ে, কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি করে, যথার্থ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চারটি শ্লোকের মাধ্যমে এই ভ্রান্তি দূর করেছেন। প্রথমবার 'অন্যান্য দেবতা'র নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, দেবতার অস্তিত্বই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যে দেবতার স্বরূপের প্রতি হয়, আমি তাদের শ্রদ্ধা সেই দেবতার প্রতিই স্থির করি এবং ফলও প্রদান করি। সেই ফলও নাশবান্। ফল নষ্ট হয়ে যায়, দেবতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দেবভক্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাঁদের বিবেক লোপ পেয়েছে, সেই মূঢ়গণই অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এও বলেছেন যে, অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করার বিধানই অযৌক্তিক। (নবম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এ বিষয়েই বর্ণনা করা হয়েছে।)

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪।।

যদ্যপি দেবতার অস্তিত্ব নেই, যা' ফললাভ হয় তা'ও অস্থায়ী তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তি আমার ভজনা করে না; কারণ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি (পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে

যে, কামনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, তারা) আমার সর্বোত্তম, অবিনাশী এবং পরমপ্রভাব উত্তমরূপে জানে না। সেইজন্য তারা অব্যক্ত পুরুষ আমাকে ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত মানুষ বলে মনে করে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্য দেহধারী যোগী ছিলেন, যোগেশ্বর ছিলেন। যিনি স্বয়ং যোগী এবং অন্যকেও যোগ প্রদান করবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। সঠিক পথে সাধনা করে ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে মহাপুরুষও সেই পরমভাব-এ স্থিত হন। দেহধারী হয়েও তিনি সেই অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত হন; তা সত্ত্বেও কামনাদ্বারা অভিভূত হয়ে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাঁদের সাধারণ ব্যক্তি বলেই মনে করে। সেই মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণ চিন্তণ করে যে, এঁদের জন্ম তো আমাদেরই মত হয়েছে, তাহলে এঁরা ভগবান কি করে হতে পারেন? তাদের এই ধরণের বিচারের দোষ কোথায়? দৃষ্টিপাত করলে তো দেহটাই দেখা যায়। তারা মহাপুরুষের যথার্থ স্বরূপ-দর্শন করতে অসমর্থ হয় কেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই শুনুন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫।।

সামান্য ব্যক্তির জন্য মায়া আবরণ স্বরূপ, যার দ্বারা পরমাত্মা সর্বদা আবৃত থাকেন। যোগসাধনা বুঝে এতে প্রবৃত্ত হতে হয়। তার পর যোগমায়া অর্থাৎ যোগক্রিয়াও এক আবরণস্বরূপ। যোগের অনুষ্ঠান করতে করতে এর পরাকাষ্ঠা যোগারূঢ় হওয়ার ক্ষমতালাভ হলে, যে পরমাত্মা অন্তরে স্থিত, তাঁর দর্শন লাভ হয়। যোগেশ্বর বলছেন যে, আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা আবৃত। কেবলমাত্র যোগের পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার যথার্থ স্বরূপ দর্শন করতে পারেন। আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, সেইজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তি অজন্মা (যাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না), অবিনাশী (যাঁর নাশ হবে না), অব্যক্ত স্বরূপ (যাঁকে পুনরায় ব্যক্ত হতে হবে না) আমাকে জানে না। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণক নিজের মত মানুষ মনে করেছিলেন। তার পর তিনি দৃষ্টিপ্রদান করলেন যেই, তখন অর্জুন অনুনয়-বিনয়, কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বস্তুতঃ যিনি অব্যক্ত স্থিতি লাভ করেছেন, এরূপ মহাপুরুষকে চিনতে আমরা প্রায়ই অক্ষম। এর পর বললেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।। ২৬।।

অর্জুন! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ –এই তিনকালের সমস্ত ভূতকেই আমি জানি; পরন্তু কেউ আমাকে জানতে পারে না। কেন জানতে পারে না?–

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।। ২৭।।

ভরতবংশীয় অর্জুন! ইচ্ছা এবং দ্বেষ অর্থাৎ রাগ এবং দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মোহদ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত মোহমুগ্ধ, সেইজন্য আমাকে জানতে পারে না। তাহলে কি কেউ জানবে না? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ।। ২৮।।

পরন্তু পুণ্যকর্মা (যা সংসৃতির নাশ করে, যার নাম কার্যম্‌ কর্ম, নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া বলে বার বার বুঝিয়েছেন, সেই কর্ম) যে সকল ভক্তগণের পাপনাশ হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মোহ থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হয়ে, দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার ভজনা করেন। কেন ভজনা করেন?

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্‌।। ২৯।।

যাঁরা জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে প্রযত্ন করেন, তাঁরা সেই ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং কর্মসমূহ অবগত হন। এবং এই ক্রমে-

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।। ৩০।।

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে বিদ্যমান আমাকে জানেন, সেই সকল আমাতে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকেই জানেন, আমাতেই স্থিত হন এবং সদাই আমাকে লাভ করে থাকেন। ২৬ ও ২৭শ শ্লোকে তিনি বলেছেন

যে, আমাকে কেউ জানে না, কারণ তারা মোহমুগ্ধ; কিন্তু যাঁরা সেই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যত্নশীল, তাঁরা (১) সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, (২) সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, (৩) সম্পূর্ণ কর্ম, (৪) সম্পূর্ণ অধিভূত, (৫) সম্পূর্ণ অধিদৈব এবং (৬) সম্পূর্ণ অধিযজ্ঞসহিত আমাকে জানেন অর্থাৎ এই সমস্তের পরিণাম আমি (সদ্‌গুরু)। তাঁরাই আমাকে জানেন, এমন নয় যে কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, অনন্যভাবে আমার শরণাগত হয়ে, আমার আশ্রিত হয়ে যিনি যোগে প্রবৃত্ত হন, তিনি সমগ্ররূপে আমাকে জানেন। আমাকে জানবার জন্য শত-সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন একজন ব্যক্তিই প্রযত্ন করেন এবং এঁদের মধ্যেও কোন কোন পুরুষই আমাকে জানেন। তিনি আমাকে কেবল পিণ্ডরূপে এক দেশীয় নয় বরং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখেন। অষ্টভেদযুক্ত আমার জড়-প্রকৃতি এবং এর অন্তরালে জীবরূপ আমার চেতন প্রকৃতি বিদ্যমান। উভয়ের সংযোগে এই সম্পূর্ণ জগৎ টিকে আছে। আমিই তেজ এবং শক্তিরূপে বিদ্যমান। রাগ এবং কামমুক্ত যে শক্তি এবং যা' ধর্মানুকূল কামনা, তা আমি। যেমন সমস্ত বিষয়-কামনা বর্জিত, কিন্তু আমার প্রাপ্তির জন্য কামনা কর। এইরূপ ইচ্ছার অভ্যুদয় হওয়া আমার কৃপা। কেবল পরমাত্মাকে লাভ করার কামনাই হ'ল ধর্মের অনুকূল কামনা।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি ত্রিগুণাতীত। পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু ভোগে আসক্ত মূঢ়ব্যক্তিগণ আমার ভজনা না করে অন্য দেবতাগণের উপাসনা করে, যদ্যপি দেবতার অস্তিত্ব নেই। তথাপি পাথর, জল, গাছ যা' কিছুকে তারা পূজা করে, তাদের শ্রদ্ধা সেই বস্তুতেই আমি স্থির করি। অন্তরালে থেকে আমিই ফল প্রদান করি; কারণ সেখানে কোন দেবতা নেই, সেইজন্য তাদের কাছে কোন ভোগ্য বস্তুও নেই। লোকে আমাকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করে আমার ভজনা করে না; কারণ আমি যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারা আবৃত। অনুষ্ঠান করে যোগমায়ার আবরণ ভেদ করেই দেহধারী আমাকে অব্যক্তরূপে জানা সম্ভব, অন্য স্থিতিতে নয়।

আমার ভক্ত চার প্রকারের—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। চিন্তন করতে-করতে বহু জন্মের পর শেষের জন্মে প্রাপ্তিযুক্ত জ্ঞানী আমারই স্বরূপ অর্থাৎ বহু জন্ম ধরে চিন্তন করে সেই ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা যায়। রাগ-দ্বেষে মোহাক্রান্ত

ব্যক্তি আমাকে কখনও জানতে পারে না; কিন্তু রাগ-দ্বেষের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যিনি নিয়ত কর্মের (সংক্ষেপে আরাধনা বলা যেতে পারে) চিন্তন করে জরা-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযত্নশীল, সেই পুরুষ সমগ্রভাবে আমাকে জানতে পারেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, সম্পূর্ণ অধিদৈব, সম্পূর্ণ কর্ম এবং সম্পূর্ণ যজ্ঞসহিত আমাকে জানেন। তিনি আমাতে স্থিত হন এবং মৃত্যুকালেও আমাকেই জানেন অর্থাৎ পুনরায় কখনও তিনি বিস্মৃত হন না।

বর্তমান অধ্যায়ে সমগ্রভাবে পরমাত্মাকে জানার বিবেচনা করা হয়েছে অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'সমগ্রবোধঃ' নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।।৭।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্বাদে 'সমগ্রবোধ' নামক সপ্তম অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'সমগ্রবোধঃ' নাম সপ্তমোঽধ্যায়।।৭।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'সমগ্রবোধ' নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।